22 MAY 2016
তারিখ ... 22 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

আসন্ন বাজেট ও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির দাবি

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

গত অর্থ বছরের (২০১৫-১৬) বাজেটের আগে-পরেও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকরা ঢাকার রাজপথে একাধিকবার সমবেত হয়ে সমাবেশের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে সরকারের কাছে তাদের ন্যায্য দাবি জানিয়ে আসছেন। নামে চাকরি করছে অথচ বেতন পাচ্ছে না, কী অদ্ভুত ব্যাপার! গণমাধ্যমের কল্যাণে জানা গেছে, এ সব শিক্ষকদের বেশিরভাগই দীর্ঘদিন যাবৎ নন-এমপিও রয়েছেন। তাদের কথা ভাবলে চোখের সামনে একটি করুণ চিত্রই ভেসে ওঠে। কারণ তাদেরও হয়ত সংসার, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি রয়েছে। তাদের মৌলিক চাহিদা কী এ সব নন-এমপিও শিক্ষকগণ মেটাতে পারছেন! এভাবে সময়মত ভাত-কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসা দেওয়ার খরচ জোগাড় করা খুবই কঠিন কাজ। যতদূর জানা যায়, গত বছরের বাজেটের পরে যখন তারা ঢাকায় একটি সমাবেশ করেছিল তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক সদস্য তাদের বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সাথে নিয়ে যথাসম্ভব নিরসনের চেষ্টা করবেন। এ বিষয়টি এ অর্থ বছরের (২০১৬-১৭) বাজেটের আগে আবার সংশ্লিষ্টদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য চলতি মে ২০১৬ মাসেই সারাদেশের এমপিও বঞ্চিতদের নিয়ে ঢাকায় একটি সমাবেশ করে সেই দাবি পুনরায় জানানো হয়েছে। সেখানে অনেকে তাদের এ সব দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তব্য প্রদান করছেন। সেখানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকও তাদের দাবির যৌক্তিকতার সপক্ষে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এর আওতাধীন নন-এমপিও শিক্ষকদের দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে যে কথাগুলো উঠে আসছে, সেগুলো হলো: (১) কোনো দেশের শিক্ষাই হলো সে দেশের মেরুদণ্ড। দেশ এখন শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করছে। নতুন শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও এখন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো। শিক্ষায় প্রাথমিক পর্যায় থেকেই একটি প্রতিযোগিতার আওতায় এসেছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত চালু করা হয়েছে সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষা। (২) প্রথাগত মুখস্থ বিদ্যাকে বাদ দিয়ে অধিকতর জ্ঞানচর্চার জন্য মুক্তবুদ্ধির প্রয়োগের নিমিত্ত সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। (৩) শ্রেণিকক্ষে আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের নানামুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালুর মাধ্যমে ঝরে পড়া কমিয়ে আনা হয়েছে, (৪) কাজের বিনিময়ে শিক্ষা কিংবা স্কুল ফিডিংয়ের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, (৫) নারী ও মহিলাদের শিক্ষায় বেশি বেশি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য উপবৃত্তির আওতা আরো বাড়ানো হয়েছে। (৬) ডিজিটাল ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রবর্তন করে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অনলাইন সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এগুলো সব জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকার খুবই আন্তরিকতার সাথে করে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে আট হাজার নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানের প্রায় এক লাখ ২০ হাজার নন-এমপিও শিক্ষকদের নিয়ে। আগামী ১ জুন ২০১৬ তারিখে জাতীয় সংসদে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। কাজেই সেই বাজেটকে সামনে নিয়ে তাদের যৌক্তিক দাবিটা আবার জোরালো হচ্ছে। তবে আট হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা এক লাখ ২০ হাজার শিক্ষককে একেবারে এমপিওভুক্তি দিতে পারলে তো খুবই ভালো। কিন্তু তা না পারলে অন্তত শুরুটা করা উচিত।

লেখক: ডেপুটি রেজিস্ট্রার,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
email: hkabirfmo@yahoo.com